কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় রোহিঙ্গাদের সাথে যোগাযোগও কমে গেছে

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৩৮ × বুধবার, ২০ মে ২০২০

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব চলাকালীন স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক

সূত্র: বর্তমানে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক কেমন এবং তাদের সম্পর্ককে কোভিড-১৯ কীভাবে প্রভাবিত করছে তা জানতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) ফোনে সাত জন পুরুষ ও সাত জন নারীর সাথে মোট ১৬টি বিশদ সাক্ষাৎকার (আইডিআই) নিয়েছে। সাক্ষাৎকার দাতাদের মধ্যে সাত জন রোহিঙ্গা এবং নয় জন স্থানীয় বাংলাদেশী। এই সাক্ষাৎকার মে মাসের ১৪-১৭ তারিখের মধ্যে নেয়া হয়েছিল।

বর্তমানে উভয় সম্প্রদায়ই করোনা ভাইরাস এবং জীবিকা নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত

আলোচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই বলেছেন যে করোনাভাইরাস তাদের জীবন ও জীবিকাকে খুব বেশি প্রভাবিত করছে। তারা জানিয়েছেন যে চলাফেরায় বিধিনিষেধের কারণে টাকা আয় করা ও পরিবারের ভরণপোষণ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এর পাশাপাশি, রোহিঙ্গারা সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে তাদের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন – তারা বলেছেন যে একারণে অত্যন্ত সমস্যায় আছেন এবং খোলা আকাশের নীচে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেকে শেল্টার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে তাদের আশংকা আসন্ন বর্ষাকালে শেল্টারগুলো টিকে থাকতে পারবে না।

কিছু রোহিঙ্গার জন্য মাসে মাত্র একবার খাদ্য সহায়তা পাওয়া একটা বড় সমস্যা। তারা জানিয়েছেন যে তাদেরকে মাসে যে পরিমাণ খাবার দেয়া হয় তা পরিবারের সকলের জন্য যথেষ্ট নয়। তবে রোহিঙ্গারা যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন তা হল চলাফেরায় বিধিনিষেধ, কারণ তারা টাকা আয় করে এই চাহিদাগুলো মেটাতে পারছেন না।

> “লকডাউনের কারণে গত দুই মাস আমি কাজে যেতে পারিনি আর আমার চাকরি চলে গেছে। আমার বাবা দিন মজুরের কাজ করেন আর বর্তমানে তারও কাজ নেই।”
>
> – নারী, স্থানীয় সম্প্রদায়, উখিয়া

> “আমরা যে পরিমাণ খাদ্য পাই তা যথেষ্ট নয়। আগে বাইরে গিয়ে টাকা আয় করে এই খাদ্যের অভাব মেটাতাম। কিন্তু এখন আমাদের কোথাও যেতে দেয়া হচ্ছে না।”
>
> – পুরুষ, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়, ক্যাম্প ১ই

উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারীই বলেছেন যে তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত। লকডাউনের কারণে সব স্কুল, লার্নিং সেন্টার এবং মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং মানুষের চিন্তা যে শিশুদের লেখাপড়া ঠিকমত হচ্ছে না। এর পাশাপাশি, টাকার অভাবে ঈদে শিশুদের নতুন জামা কিনে দিতে না পারার বিষয়টিও রোহিঙ্গারা উল্লেখ করেছেন।

ত্রাণে বৈষম্য রোহিঙ্গা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলছে

২০১৭ সালে শরণার্থী আগমনের সাথে সাথেই স্থানীয় জনসাধারণ কাজের সুযোগ কমে যাওয়া ও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। অতীতে বহুবার স্থানীয় বাসিন্দারা ত্রাণে বৈষম্যের অভিযোগ করেছেন কারণ যেখানে রোহিঙ্গারা খাদ্য, শেল্টার, এনএফআই ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী পান, সেখানে স্থানীয় বাংলাদেশীদের কাজ করে জীবন ধারণ করতে হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষজন জানিয়েছেন যে, এখন পর্যন্ত তারা এই অবস্থার সাথে কোনোভাবে মানিয়ে নিলেও, করোনাভাইরাস সম্পর্কিত বিধিনিষেধ তাদের অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর করে তুলেছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে কীভাবে এনজিও'রা রোহিঙ্গাদের ত্রাণ সামগ্রী দিলেও তারা কিছুই পাননি, যদিও তারা শুনেছেন যে বাংলাদেশ সরকার অনেক এলাকায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করছে। রোহিঙ্গাদের সাথে আলোচনাতেও এই ব্যাপারটি উঠে এসেছে। তারা বলেছেন যে প্রথমে যখন মিয়ানমার থেকে এসেছিলেন তখন স্থানীয় মানুষদের সাথে সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল কিন্তু যেহেতু স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন সরকার, স্থানীয় প্রশাসন বা এনজিও'দের থেকে কোনও সহায়তা পাচ্ছেন না, তাই তারা আর রোহিঙ্গাদের কোনও সহানুভূতি দেখাচ্ছেন না।

> “রোহিঙ্গাদের করোনা ভাইরাসে কোনও সমস্যা হবে না কারণ সরকার ওদের ত্রাণ দিচ্ছে।”
>
> – নারী, স্থানীয় সম্প্রদায়, উখিয়া

স্থানীয় কিছু মানুষের ধারণা যে রোহিঙ্গারা করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে এবং অপরাধমূলক কাজকর্মের সাথে জড়িত।

আলোচনায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ বলেছেন যে, তাদের আশংকা রোহিঙ্গারা অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস করায় ক্যাম্পে দ্রুত ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। তারা এব্যাপারেও চিন্তিত যে রোহিঙ্গারা আরও বড় এলাকায় ভাইরাসের বিস্তার ঘটাবে কারণ তাদের অনেকেই স্থানীয় মানুষদের বাড়িতে কাজ করতে বা বাজারে যেতে ক্যাম্পের বাইরে আসাযাওয়া করছেন।

স্থানীয় অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে তাদের মনে হয় বহু রোহিঙ্গাই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্মের সাথে জড়িত রয়েছে যেমন অবৈধ মাদক দ্রব্য, ডাকাতি, মানুষকে শাসানো ও হত্যা করা ইত্যাদি।

> “আমাদের সম্প্রদায়ের সকলেই মনে করে যে রোহিঙ্গারাই এই রোগ নিয়ে এসেছে, তাই আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে সমস্ত সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি।”
>
> – নারী, স্থানীয় সম্প্রদায়, উখিয়া

> “অনেক রোহিঙ্গাই কাজকর্ম, কেনাকাটা বা ঘোরাফেরা করতে নিয়মিত ক্যাম্পের বাইরে আসছে আর এভাবে আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে।”
>
> – পুরুষ, স্থানীয় সম্প্রদায়, উখিয়া

কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় রোহিঙ্গাদের সাথে যোগাযোগও কমে গেছে

সূত্র: সেবায় ব্যবধান এবং অনুধাবন, ভাষা ও যোগাযোগের ওপর প্রভাব বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স (টিডব্লিউবি) ফোনে ১৫টি বিশদ সাক্ষাৎকার (আইডিআই) নিয়েছে। এতে আট জন পুরুষ এবং সাত জন নারী অংশ নিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারগুলি ২৮ এপ্রিল থেকে ১১ই মে'র মধ্যে নেয়া হয়েছিল।

কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে একমাত্র অত্যন্ত জরুরি কর্মীদেরই ক্যাম্পের ভিতরে কাজ করতে দেয়া হচ্ছে, কিছু সেক্টরে কর্মীর সংখ্যা ৮০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে রোহিঙ্গারা কর্মীর ঘাটতি কীভাবে তাদের স্বাস্থ্য সেবাকে প্রভাবিত করছে তা জানিয়েছেন। আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে সেই কর্মীরা ক্যাম্পে ঢুকতে পারছেন না যাদের রোহিঙ্গারা বিশ্বাস করতেন এবং যারা নিয়মিত রোহিঙ্গাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। এই এনজিও কর্মীরা রোহিঙ্গাদের নিয়মিতভাবে তথ্য দিতেন ও আশ্বস্ত করতেন। রোহিঙ্গারা বর্তমানে নারী বান্ধব বা শিশু বান্ধব কেন্দ্রে যেতে পারছেন না কারণ সেগুলি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বা কর্মীর সংখ্যা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে যোগাযোগের ওপরেও প্রভাব পড়েছে।

> “কম সংখ্যায় [ত্রাণ কর্মীরা] ক্যাম্পে আসছেন। মাঝে মাঝে আমরা বুঝতে পারছি না... এরা আমাদের ভাষা জানেন কিনা। আগে প্রত্যেকটা কেন্দ্রে অনেক স্বেচ্ছাসেবী থাকতেন... [এখন] স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যাও কমে গেছে। তাই আমরা কার কাছে সহায়তা চাইব বুঝছি না, কারণ আমরা তাদের কথা বুঝতে পারছি না বা আমাদের কথা বোঝাতে পারছি না”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ক্যাম্পে ১ডব্লিউ

সম্প্রদায়ের মানুষ চিকিৎসা ও পুষ্টি কেন্দ্রেও স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা কমে যাওয়ার ব্যাপারে বলেছেন। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবীরা মানবিক কর্মীদের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করেন, যেমন রোহিঙ্গা ও সেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক মধ্যস্থতা ও দোভাষীর কাজ করা। সম্প্রদায়ের মানুষ জানিয়েছেন যে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও পুষ্টি কেন্দ্রের কর্মীদের কথা বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। সেখানে তথ্য দেয়ার জন্য যেসব পোস্টার ও অন্যান্য মুদ্রিত উপকরণ রয়েছে সেগুলো তেমন কাজে লাগে না কারণ বেশিরভাগ মানুষই পড়তে পারেন না।

স্বাস্থ্য সেবা পরিবেশে এই দোভাষীদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্যাম্পে কর্মরত বেশিরভাগ ডাক্তারই রোহিঙ্গা ভাষা জানেন না। শরণার্থীরা বলেছেন যে কিছু ডাক্তার চাটগাঁইয়া বললেও, বেশিরভাগ ডাক্তারই বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার বাংলা ভাষাভাষী। রোহিঙ্গা স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে যারা বাংলা বা ইংরেজি ভাষা জানেন তারা সাধারণত স্বাস্থ্য সেবায় দোভাষীর কাজ করেন, যাতে দ্বি-মুখী যোগাযোগের মাধ্যমে রোগীর কথা শুনতে ও বুঝতে পারা নিশ্চিত করা যায়। এর ওপরে চিকিৎসার কার্যকারিতাও নির্ভর করে।

> “আমি ডাক্তারকে আমার সমস্যার কথা বলেছিলাম। তিনি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেননি। তিনি শুধু ওষুধ লিখে বুঝিয়ে দিলেন কোনটা কখন খেতে হবে কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারিনি, কারণ তিনি রোহিঙ্গাতে বলছিলেন না আর মাস্ক পরে ছিলেন। আমি এমনিতে বাংলা মোটামুটি বুঝি কিন্তু উনি মাস্ক পরে থাকায় বুঝতে পারিনি।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী

এই সমস্যার সমাধানের জন্য সম্প্রদায়ের সদস্যরা অনুরোধ করেছেন যাতে তাদের রোহিঙ্গা ভাষায় মুখোমুখি তথ্য দেয়া হয় বা অডিও বার্তা ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ক্যাম্পে সেবা সরবরাহ করা সহজ হবে, বিশেষত স্বাস্থ্য সেবা।

ক্যাম্পে ত্রাণ কর্মীদের সংখ্যা কমে যাওয়া এবং স্বেচ্ছাসেবী দোভাষীদের অভাব নিয়ে রোহিঙ্গাদের উদ্বেগ বাড়ছে এবং সম্ভবত বাড়তে থাকবে। দূর থেকে পরিচালিত মানবিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে, ক্যাম্পে কর্মরত কর্মীদের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ভাষা ও যোগাযোগ সম্পর্কিত চাহিদা পূরণ করতে পারা অত্যন্ত জরুরি।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।